بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনাআমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ২৭ অক্টোবর ২০১৭, মোতাবেক ২৭ইখা, ১৩৯৬ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

মু'মিনদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, সব সময় তোমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ। {অর্থাৎ, পুণ্যের ক্ষেত্রে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা করা (সূরা আল্ বাকারা: ১৪৮)}। অর্থাৎ, পুণ্যে বা সৎকর্মে সর্বদা একে অন্যের চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কর কেননা, সৎকর্মশীলদের আল্লাহ্ তা'লা সর্বোত্তম সৃষ্টি আখ্যা দিয়েছেন। যেমন, তিনি বলেন, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ(সূরা আল্ বাইয়্যেনা : ৮) অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করে তারাই সর্বোত্তম সৃষ্টি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ বিষয়ের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সংক্ষেপে এক জায়গায় বলেন,**"মানুষের উচিত নিজের আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করা আর সৎকর্মের ক্ষেত্রে উন্নতি করা"**। **(মলফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ১৫, ১৯৮৫ সনে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)**। তিনি (আ.) এই আয়াতের বরাতে (একথা) বলেছেন।

অতএব, সৎকর্মে এগিয়ে যাওয়া, নেক কাজ, সৎকাজ করাই একজন মুসলমান বা মু'মিনকে প্রকৃত মু'মিনের মর্যাদা দিয়ে থাকে আর এজন্য আমাদের সদা সচেষ্ট থাকা উচিত। আমাদের পথ-নির্দেশনার লক্ষ্যে কুরআন ও হাদীসের আলোকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিশদভাবে এ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ নেকী বা পুণ্য কী, সত্যিকার নেকী কীভাবে অর্জন করা যায়, নেকী করার জন্য খোদার সত্তায় ঈমান রাখা কেন আবশ্যক, ঈমানের মানদণ্ড কী হওয়া উচিত, ঈমানের এই মানকে কীভাবে আমাদের উন্নত করা উচিত, কী কী মাধ্যমে নেকী করা যায়, পুণ্যকর্মের কী কী দিক রয়েছে, নেকী কত প্রকার ও কী কী এবং পুণ্যবানদের আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে পুরস্কারে ভূষিত করেন? এছাড়া তিনি (আ.) একথাও বর্ণনা করেছেন যে, বৈধ কাজও একটি সীমার ভেতরে থেকে ভারসাম্য বজায় রেখে সম্পাদন করার নাম নেকী। এক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করলে তা পুণ্যের মাত্রাকে কম করে দেয়। অধিকন্তু একজন মু'মিনের জন্য তার নেকী বা পুণ্যের গণ্ডিকে কতটা সম্প্রসারিত করা উচিত তাও তিনি (আ.) বলেছেন। এক কথায় নেকী বা পুণ্যের মর্ম, গূঢ়তত্ত্ব এবং এর স্বরূপ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে তিনি (আ.) স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। এখন আমি এই সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব। প্রকৃত নেকী বা পুণ্য কী? একই সাথে বাহ্যত একটি নগণ্য পুণ্যকর্মও খোদার সন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে, এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

"নেকী বা পুণ্য হল ইসলাম এবং খোদার দিকে আরোহনের একটি সিঁড়ি। (ইসলামের প্রকৃত মর্ম যদি উদ্‌ঘাটন করতে হয়, খোদার সন্তুষ্টি যদি অর্জন করতে হয় এবং তাঁর নৈকট্য যদি পেতে হয় তাহলে নেকী বা পুণ্যকর্ম হল এর জন্য সোপানস্বরূপ।) **কিন্তু স্মরণ রেখো! পুণ্য কাকে বলে?** তিনি

(আ.) বলেন, **শয়তান মানুষকে সব দিক থেকে লুটেপুটে খায় আর তাদেরকে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করে। যেমন রাতে যদি বেশি খাবার রান্না করা হয়,** (সম্পদশালী কোন মানুষের ঘরে যদি রাতে বেশি খাবার রান্না করা হয় আর রুটি বেশি বানানো হয়ে যায়) আর রাতের বাসি খাবার সকালে রয়ে যায়, (রাতে খেয়ে শেষ করা যায় নি, বেঁচে গেছে, পরের দিন) তিনি (আ.) বলেন, **ঠিক খাবারের সময় তার সামনে ভালো ভালো খাবার রাখা হয় আর তা থেকে এক গ্রাস মুখে নেয়ার পূর্বেই ভিখারী এসে দরজায় কড়া নাড়ে এবং খাবার চায়,** (তখন সেই ব্যক্তি যে কেবল খাবার খেতে বসেছিল) **বলে, বাসি রুটী ভিখারিকে দিয়ে দাও,** (বিগত রাতের অতিরিক্ত যে খাবার রয়ে গেছে তা তাকে দিয়ে দাও। অথচ তার নিজের সামনে সবে রান্না করা তাজা খাবার রাখা আছে।) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **এটি কী নেকী হবে? বাসি রুটি তো পড়েই থাকত, বিলাসী ব্যক্তি তা কেন খাবে? আল্লাহ্ তা'লা বলেন,** وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (সূরা আদ্ দাহ্‌রঃ ৯) (অর্থাৎ তারা তাআ'ম এর প্রতি আকর্ষণ সত্ত্বেও মিসকীন, এতীম ও বন্দীদের তা খাইয়ে দেয়) **এটিও জানা থাকা উচিত, পছন্দনীয় খাবারকেই 'তাআ'ম' বলা হয়।**(অর্থাৎ, **তাআ'ম** সেটি যা পছন্দনীয়) **পচা ও বাসি খাবারের জন্য 'তাআ'ম' শব্দ ব্যবহৃত হয় না।** (একদিনের পুরোনো খাবার যা মানুষ নিজেই পছন্দ করে না সেই খাবারের জন্য আরবীতে **'তাআ'ম'** শব্দ ব্যবহৃত হয় না।) তিনি (আ.) বলেন, **বস্তুত সেই থালা যাতে এখনই তাজা, সুস্বাদু ও পছন্দনীয় খাবার রাখা হয়েছে,** (তোমাদের সামনে প্লেটে রাখা খাবার যা তোমরা খাচ্ছ) **খাওয়া তখনো আরম্ভ করে নি, ভিখারীর আওয়াজ শুনে তাকে যদি তা দিয়ে দেয় তাহলে এটি নেকী বা পুণ্য।"** **(মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৫, ১৯৮৫ সনে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)**

সামনে তাজা খাবার থাকা অবস্থায় কোন যাচনাকারী বা দরিদ্র মানুষ এলে তাকে যদি তা দিয়ে দাও তাহলে এটিই নেকী বা পুণ্য। আর এটি পুণ্য নয় যে, আমি টাটকা খাবার খাব আর ঘরের লোকদের বলে দিব, গতকালের বেঁচে যাওয়া খাবার তোমরা তাকে দিয়ে দাও। এতটা গভীরে গিয়ে চিন্তা করলেই মানুষ প্রকৃত পুণ্য সাধন করতে পারে। কাজেই, সত্যিকার পুণ্য করার চেষ্টা থাকা উচিত। আর নেকী বা পুণ্য কীভাবে করা সম্ভব হতে পারে, খোদার সত্তায় পূর্ণ ঈমান ছাড়া এই নেকী বা পুণ্যকর্ম করা সম্ভব নয়। এ বিষয়টি বিশদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

"সত্যিকার নেকী বা পুণ্যকর্মের জন্য আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তায় ঈমান থাকা আবশ্যক। কেননা, রূপক শাসকরা (বা পার্থিব শাসকরা) **জানে না, ঘরে কে কী করে আর পর্দার অন্তরালে কার কর্ম কেমন!** (খোদার সত্তায় ঈমান থাকা উচিত আর এ ঈমান থাকা উচিত যে, প্রতিটি জিনিসের ওপর খোদার দৃষ্টি রয়েছে। জাগতিক প্রশাসন বা সরকার অথবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান জানে না, মানুষের ভেতরে কী আছে কিন্তু আল্লাহ্ জানেন আর এ বিশ্বাস থাকা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে সম্যক অবহিত, সবকিছুর জ্ঞান রাখেন এবং অদৃশ্যের জ্ঞানও তাঁর রয়েছে।) তিনি (আ.) বলেন, **কেউ যদি মৌখিকভাবে পুণ্যের কথা বলে কিন্তু স্বীয় হৃদয়ে যা কিছু ধারণ করে এ সম্পর্কে সে আমাদের শাস্তির ভয় না করে; আর পার্থিব সরকারগুলোর মাঝে এমন একটিও নেই যার ভয় মানুষের ভেতর রাতে বা দিনে, অন্ধকার বা আলোতে, নির্জনে বা** জনসমক্ষে, **বিরাণভূমি বা লোকালয়ে, ঘরে বা বাজারে সর্বাবস্থায় সমানভাবে বিরাজ করবে** (অর্থাৎ, অনেক সময় মানুষ গোপনে কোন কাজ করে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অবস্থায় বসে থাকে, সে জানে, শুধু আল্লাহ্ তা'লা

ছাড়া বাহ্যত কেউ তাকে দেখছে না, যিনি সব কিছু জানেন; তাই ভয়ও থাকে না আর ভয় না থাকার কারণে সে অন্যায় কাজও করে বসে। তাই প্রকৃতই যদি পুণ্যকর্ম করতে হয় তাহলে খোদার সত্তায় ঈমান থাকা আবশ্যক।) **অতএব, চারিত্রিক সংশোধনের জন্য এমন সত্তায় ঈমান থাকা আবশ্যক যিনি সর্বাবস্থায় ও সব সময় তার তত্ত্বাবধায়ক এবং তার কাজ, কর্ম ও তার হৃদয়ে লুক্কায়িত গোপন বিষয়াদির সাক্ষী।"** (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩১৩, ১৯৮৫ সনে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সংস্করণ) আর তিনি আল্লাহ্‌র সত্তা ছাড়া আর কেউ নয়। অতএব, যদি এরূপ ঈমান থাকে, এই মানের ঈমান থাকে এবং সদা খোদার কথা স্মরণ থাকে কেবল তবেই মানুষ সত্যিকার অর্থে নেকী বা পুণ্যকর্ম করতে পারে।

এরপর সত্যিকার নেকী বা পুণ্যকর্মের সমধিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, **"তাকওয়ার অর্থ হল, পাপের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পথগুলো এড়িয়ে চলা। কিন্তু স্মরণ রেখো! পুণ্য কেবল এতটুকুই নয় যে, এক ব্যক্তি বলবে, আমি পুণ্যবান– কারণ আমি কারো সম্পদ হরণ করি নি।** (অর্থাৎ, চুরি করি নি, আত্মসাৎ করি নি, অন্যায় পথে উপার্জন করি নি, এগুলো কোন নেকী নয়।) তিনি (আ.) বলেন, (কেউ যদি বলে,) **আমি সিঁধ কাটি না, চুরি করি না, কুদৃষ্টি দেই না, ব্যভিচারে লিপ্ত হই না, এমন নেকী বা পুণ্য তত্ত্বজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে হাস্যকর বিষয়। কেননা, যদি সে এসব পাপে লিপ্ত হয় এবং চুরি বা ডাকাতি করে তাহলে সে শাস্তি পাবে। তাই এটি কোন পুণ্য নয় যা তত্ত্বজ্ঞানীর দৃষ্টিতে মূল্যায়ণযোগ্য হবে। বরং সত্যিকার নেকী হল, মানব জাতির সেবা করা এবং খোদার পথে পূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করা ; তাঁর পথে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে দ্বিধা না করা। এজন্যই এখানে তিনি বলেছেন,** إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ (সূরা আন্ নাহল: ১২৯) **অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাদের সাথে আছেন যারা পাপ এড়িয়ে চলে আর একই সাথে নেকী বা পুণ্যকর্মও সম্পাদন করে। এ কথা ভালোভাবে স্মরণ রেখো, নিছক পাপ বর্জন বড় কোন বিষয় নয়,** (একথা বলা যে, আমি পাপ করি না তাই বড় পুণ্যবান, এটি কোন বড় বিষয় নয়,) **যতক্ষণ পর্যন্ত, এর পাশাপাশি বিভিন্ন সৎকর্ম না করবে। অনেক মানুষ আছে যারা কখনো ব্যভিচার করে নি, হত্যা করে নি, চুরি করে নি, ডাকাতি করে নি আর তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার পথে কোন নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করে নি।** (খোদার সন্তুষ্টির জন্য খোদার নির্দেশ অনুসারে কোন সৎকর্ম করে নি, কোন ত্যাগ স্বীকার করে নি, যদিও অন্য অনেক পাপে তারা লিপ্ত হয় নি,) তিনি (আ.) বলেন, **অথবা সেই লোকটি মানব জাতির কোন সেবা করে নি।** (যদি আল্লাহ্‌র প্রাপ্য অধিকার না দেয় এবং বান্দার প্রাপ্যও না দেয়) **আর এ ধরনের কোন সৎকাজ যদি না করে** (নিঃসন্দেহে সে অনেক পাপে লিপ্ত হয় নি কিন্তু যদি খোদার প্রাপ্য না দেয় আর মানবসেবা না করে এবং তার প্রাপ্য অধিকার না দেয়, তাহলে এটি কোন নেকী বা পুণ্য নয়।) তিনি (আ.) বলেন, **অজ্ঞ সে ব্যক্তি, যে এসব কথা উপস্থাপন করে তাকে নেক বা পুণ্যবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে, কেননা এগুলো তো পাপাচার। কেবল** এতটুকু আত্মতৃপ্তি নিয়ে **কেউ আল্লাহ্‌র ওলীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।"** (মলফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৪১-২৪২, ১৯৮৫ সনে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)

এ সম্পর্কে তিনি (আ.) আরো বলছেন, **"এটি কোন গর্বের বিষয় নয় যে, মানুষ শুধু এটি নিয়েই আনন্দিত হবে যে, সে ব্যভিচার করে না বা হত্যা করে নি অথবা চুরি করে নি। এটি** কি কোন **শ্রেষ্ঠত্ব যে, মন্দ কাজ এড়িয়ে চলা নিয়ে গর্ব করবে?** (এটি বড় কোন বিষয় নয় যে, আমি কখনো কোন পাপে লিপ্ত হই নি।) তিনি (আ.) বলেন, **সত্যিকার অর্থে সে জানে, চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে আর বর্তমান আইনে সে** কারাদণ্ড প্রাপ্ত হবে। (চুরি করে ধরা পড়লে জেল হবে,

শাস্তি পাবে, তাই এটি কোন শ্রেষ্ঠত্ব নয়, এটি হল শাস্তির ভয়।) এরপর তিনি (আ.) বলেন, **খোদার দৃষ্টিতে কেবল মন্দ কাজ এড়িয়ে চলাকেই ইসলাম বলে না, বরং পাপ পরিহার করে সৎকর্ম বা পুণ্য অবলম্বন না করা পর্যন্ত সে এই আধ্যাত্মিক জীবনে ধন্য হতে পারে না।** (ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হল, নিজের আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি কর এবং নিজের আধ্যাত্মিক জীবনের মান উন্নত কর। শুধুমাত্র পাপ বর্জন করলেই আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে পারে না। পাপ পরিহার করে পুণ্য ও সৎকর্ম করা, আধ্যাত্মিক জীবন লাভের জন্য আবশ্যক, অন্যথায় আধ্যাত্মিক জীবন লাভ হবে না, এমন ব্যক্তি আধ্যাত্মিকভাবে মৃত।) তিনি (আ.) বলেন, **নেকী খাদ্য স্বরূপ, যেভাবে কোন ব্যক্তি খাদ্য ছাড়া জীবিত থাকতে পারে না, অনুরূপভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত সৎকর্ম না করবে সবকিছুই অর্থহীন।** **(মলফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৭১-৩৭২, ১৯৮৫ সনে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)**

ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতি করলেই এ অবস্থা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্‌র সত্তায় ঈমানের মান কীরূপ হওয়া উচিত? এই মান তখনই অর্জিত হবে যখন মানুষের ভেতর বাইর এক হয়ে যাবে, ঈমান যেন **কেবল বাহ্যতই না থাকে। বরং মানুষ যেভাবে বিশ্বাস করে, বিষ ক্ষতিকর।** (মানুষ যদি তা খায়, মারাও যেতে পারে।) **যেভাবে এ বিশ্বাস রয়েছে যে, মানুষ সাপের গর্তে হাত** দিলে **সেই গর্তে যদি সাপ থাকে তা দংশন করতে পারে। একইভাবে খোদার সত্তায় এ বিশ্বাস থাকা চাই যে, আমি যদি পাপ করি তাহলে শাস্তি পাব, কেননা আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সব সময় দেখছেন। আর পুণ্যের প্রতিদান তো আল্লাহ্ দিয়েই থাকেন। মানুষের প্রতিটি কর্মের মাধ্যমে যেন খোদার অস্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সর্বদা যেন এই চেতনা বিরাজ করে যে, আল্লাহ্ আমার প্রতিটি কর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখছেন।** তিনি (আ.) বলেন, **সত্যিকার অর্থে সেই ব্যক্তি পুণ্যবান যার ভেতর-বাইর সাদৃশ্যপূর্ণ আর যার অন্তর ও বাহির একই রকম, সে পৃথিবীতে ফিরিশ্‌তার মত বিচরণ করে।** (যার ভেতর ও বাহির এক রকম আর অন্তরে যা আছে বাইরেও যদি তাই থাকে তবে এমন ব্যক্তির পুণ্যের মান এরূপ হয়ে গেছে যে, সে যেন ফিরিশ্‌তা হয়ে গেছে।) তিনি (আ.) বলেন, **নাস্তিকরা এমন সরকারের অধীনস্ত নয় যে, তারা এমন উন্নত চরিত্রের অধিকারী হবে।** (এক নাস্তিক, যে খোদাকে মানে না তার বাহ্যিক চরিত্র ভালো হলেও সে এই মানে পৌঁছতে পারবে না, কোন না কোন জায়গায় তার হৃদয়ে এমন ভাবের উদ্রেক হবে যার ফলে তার ভেতর দুর্বলতা সৃষ্টি হবে, হয়তো সে পাপ পরিহার করবে এবং মৌলিক কিছু চারিত্রিক গুণের ওপরও প্রতিষ্ঠিত হবে তথাপি পুণ্যের ক্ষেত্রে তার অবস্থা দুর্বলই থেকে যাবে।) তিনি (আ.) বলেন, **সমস্ত ফলাফল বা সফলতা ঈমানের ফলে প্রকাশ পায়। কেননা, জেনেশুনে কেউ সাপের গর্তে আঙ্গুল ঢুকায় না। যখন আমরা জানি নির্দিষ্ট মাত্রার 'এস্ট্রেকনিয়া'** (একটি বিষের নাম) **প্রাণঘাতী বিষ, অর্থাৎ এর প্রাণঘাতী হওয়ার বিষয়ে আমরা** নিশ্চিত **আর এরূপ ঈমানের ফলশ্রুতিস্বরূপ আমরা সেটি খাব না আর মৃত্যুর মুখে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা পাব।"** **(মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩১৩-৩১৪, ১৯৮৫ সনে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)**

ঈমানের দৃঢ়তার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) আরো বলেন, **"নিশ্চিত জেনে রেখো! প্রত্যেক পবিত্রতা ও পুণ্যের প্রকৃত মূল হল, আল্লাহ্‌র সত্তায় ঈমান আনা। আল্লাহ্‌র সত্তায় মানুষের ঈমান যতটা দূর্বল হয় সে অনুপাতেই সৎকর্মের ক্ষেত্রে তার দুর্বলতা ও উদাসীনতা পাওয়া যায়। অথচ ঈমান যদি দৃঢ় হয় আর তাঁর পূর্ণাঙ্গীণ গুণাবলীসহ খোদার সত্তায় যদি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা হয় তবে মানুষের কর্মে সে অনুপাতেই বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধিত হয়।** (মানুষ যদি বিশ্বাস রাখে, আল্লাহ্ তা'লা সর্বশক্তির আধার, তিনি অদৃশ্যে পরিজ্ঞাত সত্তা এবং সর্বত্র আমাকে দেখছেন

তাহলে এর ফলে মানুষের কর্মে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধিত হয়। কর্মের মান নিজ থেকে বা আপনা-আপনি উন্নত হতে থাকে এবং পাপের পরিবর্তে পুণ্যের প্রতি মনোযোগ বেশি নিবদ্ধ হয়।) তিনি (আ.) বলেন, **আল্লাহ্‌র সত্তায় যে ঈমান রাখে সে পাপের ক্ষেত্রে ধৃষ্ট হতে পারে না।** (এক দিকে আল্লাহ্‌র সত্তায় ঈমান থাকবে আর অপর দিকে পাপ করবে, এমনটি হতেই পারে না।) **কেননা, এই ঈমান তার রিপুর তাড়না ও পাপের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কেটে ফেলে। দেখ! কারো চোখ যদি উপড়ে ফেলা হয় তাহলে সে কীভাবে কুদৃষ্টি দিতে পারে আর চোখ দিয়ে সে কীভাবে পাপ করবে? একইভাবে যদি তার হাত কেটে ফেলা হয় তাহলে এসব অঙ্গের সাথে সম্পর্কযুক্ত পাপ সে কীভাবে করতে পারে? ঠিক একই ভাবে যখন একজন মানুষ 'নফসে মুতমাঈন্না' বা শান্তিপ্রাপ্ত আত্মার পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন সেই শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা তাকে অন্ধ করে দেয় আর তার চোখের আর পাপ করার শক্তি থাকে না, সে দেখেও দেখে না।** (কোন কিছু দেখলেও সে কুদৃষ্টিতে দেখে না) তিনি (আ.) বলেন, তার চোখের **পাপ করার শক্তি যেহেতু লোপ পায়,** (অর্থাৎ, লোভ ও নোংরামির চোখ অথবা কোন কিছু দেখার সময় যে নোংরা বা অবৈধ কামনা-বাসনা জাগে তা দূর হয়ে যায়) তিনি (আ.) বলেন, **তাদের কান থাকা সত্ত্বেও তারা বধির হয়, পাপ-সংক্রান্ত কথা তারা শুনতে** পায় **না। অনুরূপভাবে, তার প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা, কামভাব এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গ কেটে ফেলা হয়। তার এমন সব শক্তি ও সামর্থ্যের মৃত্যু ঘটে, যদ্বারা পাপ হওয়া সম্ভব ছিল আর সে এক সবদেহের মত হয়ে থাকে। আর সে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অধীনস্ত হয়ে থাকে এবং তাঁর ইচ্ছার বাইরে সে একটি পাও অগ্রসর হতে পারে না। খোদার সত্তায় পূর্ণ ঈমান থাকলে পরেই এ অবস্থা সৃষ্টি হয়।** (এসব অবস্থা তখন সৃষ্টি হবে যখন আল্লাহ্‌র সত্তায় পূর্ণ ঈমান থাকবে) **আর যার ফলাফল স্বরূপ তাকে পূর্ণ প্রশান্তি দেয়া হয়। এই গন্তব্যই মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত।** (এটি হচ্ছে আমাদের টার্গেট বা লক্ষ্য। এটিকে আমাদের দৃষ্টিতে রাখা উচিত, সকল প্রকার নোংরামিকে আমাদের মন থেকে, মাথা থেকে, চোখ থেকে এবং কান থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে আর তা শোনা থেকে দূরেও থাকতে হবে।) তিনি (আ.) বলেন, **আমাদের জামা'তের জন্য এটি আবশ্যক এবং পূর্ণ প্রশান্তি লাভের জন্য পূর্ণ ঈমান থাকা অপরিহার্য। তাই আমাদের জামা'তের প্রথম দায়িত্ব হল, আল্লাহ্‌র সত্তায় পূর্ণ ঈমান লাভ করা।"** **(মলফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৪৪-২৪৫, ১৯৮৫ সনে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)**

এটি হল সেই লক্ষ্য, যা তিনি আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। প্রকৃত ঈমান লাভ হলে সৎকর্মও সম্পাদিত হবে আর তবেই আমরা পুণ্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগীদের দলভুক্ত হব এবং তখনই আমরা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হব। এরপর পুণ্যের বিভিন্ন আঙ্গিক সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

"মানুষের জন্য দু'টি বিষয় আবশ্যক। একটি হল, পাপ বর্জন করা আর অন্যটি হল, পুণ্যের পানে দ্রুত ধাবিত হওয়া। আর নেকী বা পুণ্যেরও দু'টো দিক রয়েছে। একটি হল, পাপ পরিহার করা এবং দ্বিতীয়টি হল, অন্যের হিত সাধন করা। (পাপ বর্জন করা এটি একটি পুণ্য এবং একটি দিক আর দ্বিতীয় দিকটি হল, সৎকাজ বা পুণ্যকর্ম করা।) তিনি (আ.) বলেন, **শুধু পাপ বর্জন করলেই মানুষ সম্পূর্ণ হতে পারে না।** (শুধু পাপ পরিহার করাই পূর্ণতা নয়, এতে ঈমানের ক্ষেত্রে দুর্বলতা থেকে যায়,) **যতক্ষণ পর্যন্ত এর সাথে অন্যের হিত সাধনের বিষয়টি না থাকবে অর্থাৎ, অন্যের কল্যাণও যেন সাধন করে,** (যখন পরোপকার করে ও নেকী করে তখনই ঈমান পূর্ণতা লাভ করে।) তিনি (আ.) বলেন, **এথেকে বুঝা যায়, সে কতটা পরিবর্তন সাধন করেছে আর এসব**

আধ্যাত্মিক মর্যাদা তখন লাভ হয়, যখন খোদার গুণাবলীর প্রতি ঈমান থাকে এবং তার যথাযথ জ্ঞান থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত এটি না হবে মানুষ পাপ মুক্ত থাকতে পারে না, অন্যের উপকার করাতো দূরের কথা (আর আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলী সম্পর্কে জানার জন্য মানুষকে সব সময় কুরআন পাঠ করা অব্যাহত রাখা উচিত। এর শিক্ষাসমূহ পড়তে থাকা উচিত।) **রাজা-বাদশাহ্দের প্রতাপ এবং ভারতীয় দণ্ডবিধিকেও মানুষ কিছুটা ভয় করে আর অনেক মানুষ এমন আছে যারা আইন ভঙ্গ করে না। তাহলে কেন তারা সুমহান বিচারক আল্লাহ্ তা'লার অবাধ্যতায় ধৃষ্ট হয়ে উঠে? এছাড়া এর অন্য আর কোন কারণ থাকতে পারে না যে, তাঁর প্রতি ঈমান নেই** (ঈমানে দুর্বলতা রয়েছে এজন্য এরূপ করে। নতুবা রাষ্ট্রীয় আইনকে তোমরা কেন ভয় কর?) তিনি (আ.) বলেন, **এটিই হল, সেই কারণ যার ফলে পাপ সংঘটিত হয় আর সৎকর্ম সম্পাদিত হয় না।** অতএব, যেমনটি পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে, দুর্বলতা তখন প্রকাশ পায় যখন ঈমানের ক্ষেত্রে দুর্বলতা থাকে। বিশ্বাসের দিক থেকে মানুষ আল্লাহ্ তা'লাকে সর্বজ্ঞানী, সবজান্তা এবং আলেমুল গায়েব বা অদৃশ্যে পরিজ্ঞাত সত্তা বিশ্বাস করে কিন্তু কার্যত এর বিরোধী কাজ করে থাকে। এ কারণেই মানুষ অনেক পাপে লিপ্ত হয় এবং ঈমান না থাকার কারণে অনেক নেকী বা পুণ্যকর্মের সৌভাগ্য সে পায় না। আল্লাহ্র সত্তায় পূর্ণ ঈমান আনয়নের পর দৈহিক পাপ থেকে বাঁচার যে মাধ্যমগুলো আছে সেগুলোর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, **মোটকথা, পাপমুক্তির** অভিযাত্রা **সফলভাবে** তখন **পরিসমাপ্ত হয় যখন আল্লাহ্র সত্তায় ঈমান থাকে। এরপর দ্বিতীয় ধাপ হওয়া উচিত, আল্লাহ্র পুণ্যবান ও মনোনীত বান্দারা যেসব পথ অবলম্বন করেছে সেগুলোর সন্ধান করা।** (প্রথমে আল্লাহ্র সত্তায় ঈমান এবং এরপর সেসব পথ ও পুণ্যের সন্ধান কর এবং অবলম্বন কর যেগুলো আল্লাহ্র পুণ্যবান বান্দা, নবী এবং পুণ্যবানরা অবলম্বন করেছেন।) **যে পথ অবলম্বন করে পৃথিবীর সরলপ্রাণ ও মনোনীত** যত **মানুষ, আল্লাহ্র কল্যাণে কল্যাণমণ্ডিত হয়েছেন তা একই পথ। এ পথটি চেনার উপায় হল, এই বিষয়টি উদ্ঘাটন করা যে খোদা তাদের সাথে কী ব্যবহার করেছেন।** তিনি (আ.) বলেন, **পাপ থেকে মুক্ত থাকার প্রথম পদক্ষেপ অতিক্রান্ত হয়, খোদার জালালী বা প্রতাপান্বিত গুণাবলীর বিকাশের মাধ্যমে অর্জিত হয় অর্থাৎ তিনি পাপাচারীদের শত্রু হয়ে থাকেন।** (তিনি তার পুণ্যবান বান্দাদের শত্রুদের ধ্বংস করেন।) **আর দ্বিতীয় সোপান অতিক্রান্ত হয় খোদা তা'লার জামালী (কোমল ও দয়ার্দ্র) বিকাশের মাধ্যমে। চূড়ান্ত কথা হল, খোদার পক্ষ থেকে** যতক্ষণ **শক্তি ও সামর্থ্য লাভ না হয়, ইসলামী পরিভাষায়** যাকে **'রুহুল কুদুস' বলা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই সাধিত হয় না। এটি এক প্রকার শক্তি যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে লাভ হয়। এটি অবতীর্ণ হতেই হৃদয়ে এক প্রকার প্রশান্তি লাভ হয় এবং প্রকৃতিগতভাবে পুণ্যের প্রতি এক ভালোবাসা ও প্রেমবন্ধন সৃষ্টি হয়।** (খোদার জামালী বিকাশ ঘটলে একদিকে পুণ্যের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়, অপর দিকে পাপের কথা মনেই পড়ে না আর হৃদয়ে এক প্রকার প্রশান্তি সৃষ্টি হয়। এটি হল, পুণ্যবানদের কর্ম যা আমাদের জন্য আদর্শ। তিনি (আ.) বলেছেন, এগুলোর প্রতি দৃষ্টি দাও, নবীদের জীবনাদর্শ দেখ।) তিনি (আ.) বলেন, **অন্য লোকেরা যে নেকী বা পুণ্যকর্মকে কঠিন ও বোঝা মনে করে করে, এরা এক আত্মিক প্রশান্তি ও আনন্দের সাথে সেগুলোর প্রতি ধাবিত হয়** (অর্থাৎ, যারা খোদার প্রিয়)। **শিশুরা যেভাবে সুস্বাদু খাবার সাগ্রহে খেয়ে নেয় অনুরূপভাবে, আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক যখন স্থাপিত হয় এবং তাঁর পবিত্রাত্মা বা রূহুল কুদুস যখন তার ওপর অবতীর্ণ হয় তখন পুণ্য এক প্রকার সুস্বাদু ও সুগন্ধী শরবতের মত হয়ে থাকে আর যে সৌন্দর্য পুণ্যের মাঝে থাকে তা দৃষ্টিগোচর হওয়া শুরু হয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই পুণ্যের**

দিকে সে **ছুটে চলে এবং পাপের চিন্তা হলেই তার হৃদয় কেঁপে উঠে**। এ **বিষয়গুলো এমন যে, সেগুলো আমরা পুরোপুরি বর্ণনা করার জন্য ভাষা খুঁজে পাই না,** (এক অদ্ভুত অবস্থা সৃষ্টি হয়, হৃদয়ে এক অদ্ভুত আনন্দ অনুভূত হয়, যাকে ভাষায় প্রকাশ করা খুব কঠিন) তিনি (আ.) বলেন, হৃদয়ে এ অবস্থাগুলো বিরাজ করে। (হৃদয়ই এটি অনুভব করতে পারে।) **অনুভূতি সৃষ্টি হলেই বিষয়টি বুঝা যায়, তখন নিত্য নতুন জ্যোতি সে লাভ করে। মানুষের কেবল এটি নিয়েই গর্ব করলে চলবে না আর একেই নিজের উন্নতির পরমমার্গ যেন মনে না করে যে, কোন কোন সময় তার হৃদয় বিগলিত হয়**। (এটি কোন বিষয় নয় যে, নামাযে কখনো কখনো কান্নাকাটি করেছ, বিগলন সৃষ্টি হয়েছে বা মন গলে গেছে, এটিকেই স্বীয় উন্নতির পরম মার্গ মনে করো না।) তিনি (আ.) বলেন, **মনের এই বিগলন ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে**। (বিগলনের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,) **অনেক সময় মানুষ গল্প বা উপন্যাস পাঠ করে আর এর বেদনাপূর্ণ স্থানে পৌঁছে অবলীলায় কেঁদে ফেলে**। (অনেক মানুষ উপন্যাস পড়তে গিয়ে যখন তাতে এমন কোন ঘটনা আসে, কেঁদে ফেলে।) **অথচ সে খুব ভালোভাবে জানে, এগুলো অলীক এবং কাল্পনিক** (তা সত্ত্বেও সে কাঁদে।) **অতএব, কেবল কান্নাকাটি করা বা হৃদয় বিগলিত হওয়াই যদি প্রকৃত আনন্দ ও আধ্যাত্মিক প্রশান্তির মূল হত তাহলে আজকের ইউরোপের (অধিবাসীদের) চেয়ে বেশি আধ্যাত্মিক স্বাদ ও আনন্দের অভিজ্ঞতা অন্য কারো থাকত না**। (কেননা, এখানকার মানুষ কথায় কথায় আবেগাপ্লুত হয়ে কাঁদতে শুরু করে)। **কেননা, হাজার হাজার গল্প-উপন্যাস প্রকাশিত হয় আর লক্ষ কোটি মানুষ তা পড়ে কাঁদে।"** (মলফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৮-২৪০, ১৯৮৫ সনে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)। কাহিনী পড়ে কাঁদে, নাটক দেখে কাঁদতে আরম্ভ করে দেয়। নিজেদের বা অন্যের কতক ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে। কাজেই এটি আধ্যাত্মিকতার উন্নত কোন মার্গ নয়। মানুষ যদি পাপকে পুরোপুরি এড়িয়ে চলে এবং শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে পুণ্য করে তবেই তা আধ্যাত্মিক উন্নতি বিবেচিত হয়।

এরপর তিনি (আ.) নেকী বা পুণ্যের বিভাজন বা বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। প্রথমে ছিল দু'টি দিক, একটি হল শিরক বা অংশীবাদিতা পরিহার করা এবং পুণ্য করা। এখন এর আরো দু'টি দিক তুলে ধরছেন। তিনি (আ.) বলেন, **মানুষ যত সৎকর্ম করে সেগুলো দু'ভাগে বিভক্ত। একটি হল, ফরয বা আবশ্যিক দায়িত্ব অপরটি হল, নফল বা ঐচ্ছিক দায়িত্ব**। (পুণ্যের দু'টি অংশ, একটি ফরয বা আবশ্যিক নেকী আর অন্যটি নফল নেকী।) **ফারায়েয অর্থাৎ, মানুষের জন্য যা আবশ্যিক করা হয়েছে। যেমন ঋণ পরিশোধ করা মানুষের জন্য আবশ্যক**। (কারো কাছ থেকে ঋণ নিলে ঋণ পরিশোধ করা) বা কেউ আপনার প্রতি কোন পুণ্য করলে, প্রত্যুত্তরে তার সাথেও নেকী বা সদ্ব্যবহার করা (এগুলো অবশ্য কর্তব্য।) **এসব আবশ্যিক দায়িত্ব ছাড়াও প্রত্যেক পুণ্যের সাথে কিছু নফলও থাকে**। (যা অতিরিক্ত, তা হল নেকী) **অর্থাৎ এমন পুণ্যকর্ম যা তার দায়িত্বের ঊর্ধ্বে, যেমন কেউ যদি অনুগ্রহ করে প্রত্যুত্তরে অনুগ্রহের পাশাপাশি অতিরিক্ত অনুগ্রহ করা এটি নফল**। (কেউ অনুগ্রহ করেছে প্রত্যুত্তরে সেও অনুগ্রহ করেছে বরং তার চেয়ে অধিক অনুগ্রহ করেছে, এটি হল নফল।) **এগুলো আবশ্যকীয় দায়িত্বের পরিশিষ্টস্বরূপ,** (এর ফলে ফরয পূর্ণতা লাভ করে বা স্বীয় আবশ্যকীয় দায়িত্ব পূর্ণতা লাভ করে।) হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, **আল্লাহ্‌র ওলী বা বন্ধুদের ধর্মীয় দায়িত্বের পূর্ণতা আসে নফল ইবাদতের মাধ্যমে**। (তিনি (আ.) হাদীস বর্ণনা করছিলেন, এখন এর ব্যাখ্যা করছেন, আল্লাহ্‌র যারা ওলী বা বন্ধু তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব পূর্ণতা পায় নফলের মাধ্যমে।) **উদাহরণস্বরূপ, যাকাত দেয়ার পরও তারা বিভিন্ন সময়**

সদকা করে, আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকদের বন্ধু হয়ে যান। তাদের সাথে আল্লাহ্‌র বন্ধুত্ব এতটা ঘনিষ্ট হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি তাদের হাত, পা ইত্যাদি, (যেভাবে হাদীসে এসেছে, আমি তাদের হাত, পা ইত্যাদি) **এমন কি তাদের জিহ্বা হয়ে যাই, যদ্বারা সে কথা বলে।"** **(মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩-১৪, ১৯৮৫ সনে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)।**

ঈমানের ক্ষেত্রে মানুষ উন্নতি করার পর খোদার সত্তায় বিশ্বাস স্থাপনের ক্ষেত্রেও উন্নতি করে আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সৎকাজ করে আর তখন খোদা তা'লা তাদেরকে আরো অধিক পুণ্য করার সামর্থ্য দান করেন এবং স্বীয় দানে ভূষিত করেন। সুতরাং, এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"ইসলামের জন্য খোদা তা'লার প্রাকৃতিক বিধান হল, এক পুণ্য থেকে অন্য পুণ্যের জন্ম হয়। আমার মনে আছে, তাযকিরাতুল আউলিয়া পুস্তকে আমি পড়েছিলাম, এক অগ্নি পূজারি বয়োবৃদ্ধের বয়স ছিল ৯০ বছর। দৈবক্রমে একবার লাগাতার বৃষ্টি আরম্ভ হয়, সেই বৃষ্টিতেই ঘরের ছাদে (উঠে) সে চড়ুই পাখিকে আধার খাওয়াচ্ছিল। (টানা কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি হতে থাকে এসময় সে তার বাড়ির ছাদে উঠে চড়ুই পাখি বা অন্যান্য পাখিকে আধার খাওয়াচ্ছিল।) **তার পাশেই কোন বুযূর্গ** (মুসলমান প্রতিবেশী) **ছিলেন, তিনি বলেন, এই বুড়ো! তুমি কী করছ? উত্তরে সে বলল, ভাই! ছয় সাত দিন যাবৎ অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে, তাই চড়ুই পাখিকে আধার খাওয়াচ্ছি। তখন** (সেই বুযর্গ) **বলেন, তুমি বৃথাই কষ্ট করছ,** (এটি পণ্ডশ্রম, এতে তোমার কোন লাভ হবে না), **কেননা তুমি কাফির। তুমি আর কী প্রতিদান পাবে?** (তুমি কীইবা পুরস্কার পাবে, তুমি তো অবিশ্বাসী-কাফির!) **সেই বৃদ্ধ বলেন, এর পুরস্কার আমি অবশ্যই পাব।** (খোদার পবিত্র সত্তায় তার বিশ্বাস ছিল। সেই ব্যক্তির ফিতরত বা প্রকৃতি নেক ছিল, এটি তার হৃদয়ের আওয়াজ ছিল যে, আমি অবশ্যই পুরস্কার পাব।) **সেই বুযর্গ ব্যক্তি বলেন, আমি হজ্জে গিয়ে দূর থেকে দেখি, সেই বৃদ্ধ** (যে অগ্নি পূজারি ছিল, চড়ুই পাখিকে আধার খাওয়াচ্ছিল, সে হজ্জে গিয়েছে আর ক্বাবা ঘরের তওয়াফ করছে।) **তাকে দেখে আমি বিস্মিত হই। আমি তার দিকে এগিয়ে গেলে,** (আমার কোন প্রশ্ন করার পূর্বেই) **সেই ব্যক্তি বলে, পাখিকে আধার খাওয়ানো কি বৃথা গিয়েছে,** এর প্রতিদান পেয়েছি কি? মুসলমান হয়ে আজ আমি হজ্জব্রত পালন করছি, চড়ুই পাখিকে আধার খাওয়ানোর ফলে আল্লাহ্ আমাকে এই পুরস্কার দিয়েছেন। **অতএব, খোদা এভাবে স্বীয়দানে ভূষিত করেন।** পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, চিন্তার বিষয় হল, **আল্লাহ্ যেখানে এক কাফিরের পুণ্যকেও বৃথা যেতে দেন নি, সেখানে তিনি কীভাবে কোন মুসলমানের সৎকর্মকে বৃথা যেতে দিবেন?** তিনি (আ.) বলেন, **এক সাহাবীর কথা মনে পড়ল, তিনি নিবেদন করেন– হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি আমার কুফরী বা অবিশ্বাসের যুগে অনেক সদকা ও খয়রাত করেছি, আমি কি সেগুলোর প্রতিদান পাব?** (অর্থাৎ, আমি যখন কাফির ছিলাম তখন অনেক সদকা ও দান-খয়রাত করতাম, বিভিন্ন সৎকাজ করার চেষ্টা করতাম, আমি কি সেসবের প্রতিদান পাব?) **উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, সেই সদকা ও খয়রাতই তো তোমার ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছে।"** সেই সদকা ও খয়রাতের প্রতিদান স্বরূপই আজকে তুমি মুসলমান হয়েছ। **(মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৪-৭৫, ১৯৮৫ সনে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)।**

জায়েয বা বৈধ কর্মও একটি সীমার ভেতরে থেকে করা উচিত আর এটিই নেকী– এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

"পুণ্যের আরেকটি মূল হল, জাগতিক ভোগবিলাস ও চাওয়া-পাওয়া যা বৈধ, এগুলোও সীমাতিরিক্ত ভোগ করা উচিত নয়। যেমন, পানাহার করাকে আল্লাহ্ হারাম করেন নি। কিন্তু একজন মানুষ যদি দিবারাত্র নিছক পানাহারেই মত্ত থাকে আর ধর্মের ওপর একে প্রাধান্য দেয়, (তাহলে তা নিন্দনীয়) **কেননা এসব জাগতিক ভোগবিলাসের উদ্দেশ্য হল, জাগতিক কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে মানুষের সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব যেন দুর্বল না হয়।** (আল্লাহ্ তা'লার পানাহারে স্বাদ রাখার কারণ হল, মানুষ যেন শক্তি পায় আর খোদা প্রদত্ত আবশ্যিক দায়িত্বও যেন মানুষ পালন করতে পারে, খাওয়ার সময় এই দিকটি মাথায় রাখা উচিত, স্বাস্থ্য যেন দুর্বল না হয়।) তিনি (আ.) বলেন, **এর দৃষ্টান্ত এভাবে দেয়া যায়, যেভাবে এক এক্কা গাড়ির মালিক দীর্ঘপথ পাড়ি দেওয়ার সময় প্রত্যেক সাত-আট ক্রোশ বা চৌদ্দ-পনের মাইল অন্তর-অন্তর ঘোড়া দুর্বলতা অনুভব করলে ঘোড়াকে সে বিশ্রাম দেয়** (বিরতি দেয়) **এবং নেহারী ইত্যাদি খাওয়ায় যেন ঘোড়ার সফরের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। নবীরা জগতকে** যতটা **উপভোগ করেছেন তা এ অর্থেই।** (নবীরাও পানাহার করেন এবং পার্থিব বিভিন্ন জিনিসের মাধ্যমে আনন্দ লাভ করেন, প্রশান্তি লাভ করেন। বিয়ে শাদী, সন্তানসন্ততি, পানাহার এবং জাগতিক বিভিন্ন জিনিস, এ সবই নবীরা ব্যবহার করেন আর এ অর্থেই তারা জাগতকে উপভোগ করেছেন।) **কেননা, পৃথিবীর সংশোধনের গুরুদায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত ছিল। খোদার হাত যদি তাদের সমর্থনে না থাকত তাহলে তারা ধ্বংস হয়ে যেতেন।"** (মলফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৭৪-৩৭৫, ১৯৮৫ সনে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)। (যেভাবে এক ঘোড়ার মালিক, এক্কার মালিক নিজের ঘোড়াকে সুস্থ-সবল রাখার জন্য পানাহার করায় অনুরূপভাবে নবীরাও যে ভালো জিনিস খান, পান করেন বা ব্যবহার করেন এর উদ্দেশ্য হল, পৃথিবীর সংশোধনের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা।)

একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-এর কাছে কেউ আপত্তি করে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পোলাও কেন খান? আপত্তিকারী বলে, শুনেছি মির্যা সাহেব পোলাও খান, উত্তরে খলীফা আউয়াল (রা.) বলেন, আমি তো কোথাও পড়ি নি যে, ভালো খাবার খাওয়া নবীদের জন্য বৈধ নয়। এ কথা কুরআনেও পড়িনি আর হাদীসেও নয়। {রেজিষ্টার, রেওয়ায়াত সাহাবা (রা.) (অপ্রকাশিত), ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮, রেওয়ায়েত হযরত নিযাম উদ্দীন সাহেব টেইলর (রা.)} অতএব, পোলাও খেয়ে থাকলে, হয়েছেটা কী? মানুষের মাথায় এমন আপত্তিও দানা বাঁধে। মানুষ মনে করে, তিক্ত খাবার খাওয়াই ধার্মিক হওয়ার প্রমাণ। বস্তুত এটি ভুল ধারণা। মহানবী (সা.) আমাদের সামনে যে সুন্নত বা রীতি উপস্থাপন করেছেন, সে জীবনপদ্ধতিই আমাদের অনুসরণ করা উচিত। এক সাহাবীকে তিনি (সা.) বলেছিলেন, আমি ভালো খাবারও খাই, ভালো কাপড়ও পরিধান করি, আমি বিয়েও করেছি, আমার সন্তানসন্ততিও রয়েছে, আমি ঘুমাইও আর ইবাদতও করি। তাই তোমাদের উচিত আমার সুন্নত বা রীতি অনুসরণ করা। (বৈরুত থেকে প্রকাশিত তফসীর দূররে মনসূর , ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩১, সূরা আল্ মায়েদার ৭৮-৮৮ নাম্বার আয়াতের ব্যাখ্যা)

যাহোক, এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"এসব কাজে মত্ত হওয়া নবীদের রীতি ছিল না** (অর্থাৎ, তাঁরা জাগতিক বিষয়াদি ও ভোগবিলাসে নিমগ্ন হতেন না।) **নিঃসন্দেহে এটি একটি বিষ, এক পাপাচারী যাচ্ছেতাই করে এবং যা ইচ্ছে খায়, এক পুণ্যবান মানুষও যদি এমনটিই করে তাহলে খোদার পথ তাদের জন্য উন্মোচিত হয় না।** (এক দুরাচারী জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে খায়, পান করে এবং জাগতিক সব কার্যকলাপ করে থাকে কিন্তু একজন পুণ্যবান মানুষ এমনটি করে না। সেও যদি এমনই করে তাহলে খোদা তা'লার বিভিন্ন পথ তার জন্য উন্মোচিত হবে না।) **যে খোদার**

জন্য পদক্ষেপ নেয় খোদা অবশ্যই তাকে মূল্যায়ণ করেন। আল্লাহ্ বলেন, اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ (সূরা আল্ মায়েদাঃ ৯) **অর্থাৎ, ভোগ-বিলাস ও পানাহারের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখার নাম তাকওয়া। কেবল ব্যভিচার না করা বা চুরি না করাই পাপ নয় বরং বৈধ কাজের ক্ষেত্রেও সীমালঙ্ঘন করা উচিত নয়।"** (মলফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৭৫, ১৯৮৫ সনে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)

বৈধ বিষয়াদির ক্ষেত্রেও ভারসাম্য বজায় রাখার নাম তাকওয়া এবং নেকী। সরকারের সাথে পুণ্য করা কাকে বলে? আর সাধারণ সম্পর্কের গণ্ডিতে এবং আত্মীয়স্বজনের বেলায় নেকী কী?– এ-সংক্রান্ত স্বীয় শিক্ষা স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, **"আমাদের শিক্ষা হল, সবার সাথে উত্তম আচরণ কর। সত্যিকার অর্থেই সরকারের আনুগত্য করা উচিত। কেননা, তারা নিরাপত্তা দিয়ে থাকে** (প্রশাসন ও সরকারের আনুগত্য করা উচিত কেননা, তারা নাগরিকের প্রতি তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে)। তিনি (আ.) বলেন, **প্রাণ ও সম্পদ তাদের কারণে নিরাপদ থাকে। এছাড়া আত্মীয়স্বজনের সাথেও সদ্ব্যবহার করা উচিত কেননা, তাদেরও অধিকার রয়েছে। মোটকথা, যে ব্যক্তি মুত্তাকী নয়, বিদা'ত ও শির্‌কে লিপ্ত এবং আমাদের বিরোধী তাদের পিছনে নামায পড়া উচিত নয়।** (যেখানে উত্তম আচরণ করার তা কর, কিন্তু নেকী করার অর্থ এই নয় যে, যারা আমাদের বিরোধী, আমাদের বিরুদ্ধে ফতওয়া দেয় এবং বিদা'তে লিপ্ত তাদের পিছনে নামায পড়তে আরম্ভ করবে, এমনটি করা যাবে না।) তিনি (আ.) বলেন, কিন্তু তাদের সাথে অবশ্যই সদ্ব্যবহার করা উচিত। (তারা আমাদের যত বড় বিরোধীই হোক না কেন তাদের সাথে ভালো ব্যবহারই করতে হবে।) তিনি (আ.) বলেন, **আমাদের নীতি হল, সবার সাথে নেকী বা পুণ্য কর। যে মানুষের সাথে ইহকালে পুণ্য করতে পারে না সে পরকালে কী পুরস্কার পেতে পারে? তাই সবার হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া উচিত। তবে হ্যাঁ, ধর্মীয় বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে। ডাক্তার যেভাবে সবার রোগ নির্ণয় করে সকল রোগীর চিকিৎসা করে হোক সে হিন্দু, খ্রিষ্টান বা অন্য কেউ। অনুরূপভাবে নেকী করার ক্ষেত্রে সাধারণ রীতি দৃষ্টিগোচর রাখা চাই। কেউ যদি বলে, মহানবী (সা.)-এর যুগে কাফিরদের তো হত্যা করা হয়েছে। এর উত্তর হল, অকারণে মুসলমানদেরকে কষ্ট ও যাতনা দেয়ার মাধ্যমে হত্যা করার অপরাধে তারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছে।** (তারা মুসলমানদের হত্যা করত, তাদের ওপর যুলম-নির্যাতন চালাত, এই অপরাধের জন্য তাদের শাস্তি দেয়া হয়েছে,) অপরাধী হিসেবে তারা শাস্তি পেয়েছে। (শুধু অস্বীকারের কারণেই তারা শাস্তি পায় নি।) **তারা যদি অজান্তে অস্বীকার করত আর এর সাথে যদি দুষ্কৃতি ও নিপীড়ন না চালাত তাহলে এ পৃথিবীতে তারা শাস্তি পেতো না।"** (মলফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৯-৩২০, ১৯৮৫ সনে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)

পুণ্যের গণ্ডি কতটা বিস্তৃত করা উচিত এ সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, **"স্মরণ রেখো! আমার দৃষ্টিতে সহানুভূতির গণ্ডি অনেক ব্যাপক। কোন জাতি এবং ব্যক্তিকে এর বাইরে রাখা উচিত নয়। বর্তমান যুগের অজ্ঞদের মত** আমি **একথা বলব না যে, তোমরা শুধু মুসলমানদের মাঝেই তোমাদের সহানুভূতিকে সীমাবদ্ধ রাখ। না, বরং আমি বলব, খোদার পুরো সৃষ্টির প্রতি তোমরা সহানুভূতিশীল হও। সে যে-ই হোক না কেন, হিন্দু হোক বা মুসলমান অথবা অন্য যে কেউ। আমি এমন লোকদের কথা কখনো পছন্দ করি না যারা সহানুভূতিকে শুধু স্বজাতির মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখে। এদের কেউ কেউ এ ধারণাও রাখে যে, চিনির শিরাভর্তি মটকায় হাত ডুবিয়ে এরপর সেই শিরামাখা হাত তিলে** অর্থাৎ **তিলের বস্তায় ঢুকালে যতটুকু তিল তাতে লেগে যায়, অন্য মানুষের সাথে ততটা প্রতারণা ও**

ধোঁকাবাজি করা বৈধ। (কোন কোন অ-আহমদীর দৃষ্টিভঙ্গী এটি। চিনির শিরা বা মধুতে হাত ডুবিয়ে বের কর এরপর সেই ভিজা হাত তিলের স্তুপে ঢুকিয়ে দাও, যতটা তিল হাতে লাগবে ততটা ধোঁকা তুমি দিতে পার, মানুষকে ততটা ধোঁকা দেয়া এবং মানুষের অধিকার ততটা খর্ব করা বৈধ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, এটি অনেক বড় পাপ, আদৌ বৈধ নয়,) **তাদের এমন অর্থহীন ও মনগড়া কথাবার্তা অনেক বড় ক্ষতি করেছে। আর এটি তাদেরকে বন্য এবং হিংস্র প্রাণীতে পরিণত করেছে।** (বর্তমান যুগের মুসলমানদের অবস্থা এটিই।) **কিন্তু আমি তোমাদেরকে বার বার এ নসীহত করি যে, সহানুভূতির গণ্ডিকে তোমরা কোনক্রমেই সীমাবদ্ধ করবে না বরং সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য সেই শিক্ষা অনুসরণ কর যা আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন।** إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ (সূরা আন্ নাহল: ৯১) **অর্থাৎ, প্রথমত পুণ্যের ক্ষেত্রে তোমরা 'আদল' বা ন্যায়পরায়ণতাকে দৃষ্টিতে রাখ, যে তোমার সাথে পুণ্য করে তার সাথে তুমিও পুণ্য কর। এরপরের স্তর হল, তুমি এর চেয়ে বেশি পুণ্য তার প্রতি কর, এটিকে বলা হয় 'এহসান'। 'এহসান' যদিও আদলের চেয়ে উন্নত স্তর আর এটি অনেক বড় নেকী কিন্তু এহসানকারী কোন কোন সময় খোঁটাও দিয়ে বসতে পারে, অথচ এসব কিছুর ঊর্ধ্বেও একটি স্তর আছে, যে স্তরে মানুষ এমনভাবে নেকী করে যা ব্যক্তিগত ভালোবাসা বশতঃ হয়ে থাকে, তাতে অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে দেয়ার বা খোঁটা দেয়ার কোন সুযোগ নাই। যেভাবে মা তার সন্তানের লালনপালন করে থাকে। সে এই লালনপালনের ক্ষেত্রে কোন পুরস্কার বা প্রতিদান চায় না বরং সহজাত প্রেরণা নিয়ে সন্তানের জন্য নিজের সমস্ত সুখ ও আরামকে বিসর্জন দেয়। এমনকি কোন বাদশাহ্ যদি কোন মাকে নির্দেশ দেয় যে, তুমি তোমার সন্তানকে দুধ পান করানো বন্ধ করে দাও আর এর ফলে সন্তান মারা গেলেও কোন শাস্তি তোমাকে দেয়া হবে না তাহলে এমন নির্দেশ শুনে কি মা কখনো আনন্দিত হবে? এবং সেই নির্দেশ শিরোধার্য করবে? মোটেও না। বরং, এমন বাদশাহ্কে সে মনে মনে অভিশাপ দিবে যে, এমন নির্দেশ কেন দিল? অতএব, পুণ্য বা নেকী এভাবে হওয়া উচিত যা সহজাত প্রেরণার পর্যায়ে উপনীত। কেননা, কোন জিনিস যখন উন্নতি করতে করতে তার পরম মার্গে পৌঁছে যায়, তখনই তা পুর্ণতা লাভ করে।"** (মলফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৮২-২৮৩, ১৯৮৫ সনে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)

অতএব, পুণ্য এমন হওয়া উচিত যেন সব সময়ই পুণ্যের ধ্যান-ধারণা অন্তরে বিরাজ করে। তিনি (আ.) বলেন, **সহজাত প্রেরণায় মানব জাতির প্রতি সহানুভূতির নাম হল,** إِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ। **পুণ্যকে এ ক্রমধারায় বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্য হল, তোমরা যদি পুরোপুরি নেক বা পুণ্যবান হতে চাও তাহলে তোমাদের পুণ্যকে** إِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ **অর্থাৎ সহজাত বৈশিষ্ট্যের পর্যায়ে উপনীত কর। কোন জিনিস উন্নতি করতে করতে স্বীয় প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের কেন্দ্রে না পৌঁছা পর্যন্ত শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা লাভ করতে পারে না।"** (মলফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৮৩, ১৯৮৫ সনে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)

স্মরণ রেখো! আল্লাহ্ তা'লা পুণ্য বা নেকীকে খুবই ভালোবাসেন আর তিনি চান, তাঁর সৃষ্টির প্রতি যেন সহানুভূতি প্রদর্শিত হয়। তিনি যদি পাপই পছন্দ করতেন, তাহলে পাপ করার নসীহত করতেন, কিন্তু খোদার পবিত্র মহিমা এর ঊর্ধ্বে, (সুবহানাহু ওয়াতায়ালা শানুহু।) (মলফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৮৪, ১৯৮৫ সনে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন আমরা যেন খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে পুণ্য কাজ করতে পারি। আর পুণ্যের ক্ষেত্রে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার যে লক্ষ্য আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লা নির্ধারণ করেছেন তা যেন আমরা অর্জন করতে সক্ষম হই।

নামাযের পর, আমি কয়েকজনের গায়েবানা জানাযা পড়াব। প্রথম জানাযা জামাতের মুরব্বী জনাব হামেদ মকসুদ আতেফ সাহেবের। তিনি প্রফেসর মাসুদ আহমদ আতেফ সাহেবের ছেলে, যিনি গত ২২ অক্টোবর কিডনি বা বৃক্ক অকেজো হয়ে যাওয়ার ফলশ্রুতিতে রাবওয়ার তাহের হার্ট ফাউন্ডেশনে ৪৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত আব্দুর রহীম দর্দ সাহেবের দৌহিত্র ছিলেন। তার পিতা ছিলেন অধ্যাপক মাসুদ আহমদ আতেফ সাহেব। প্রফেসর সাহেব ১৯৫৫ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত তা'লিমুল ইসলাম কলেজে পদার্থ বিদ্যা পড়ানোর সুযোগ পেয়েছেন। মকসুদ আতেফ সাহেব মাসুদ আতেফ সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি রাবওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন, এরপর জীবন উৎসর্গ করে জামেয়ায় ভর্তি হন এবং ১৯৯১ সনে শাহেদ পাশ করেন। প্রথমে তার সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু এক স্বপ্নের ভিত্তিতে তিনি কলেজে পড়া বাদ দিয়ে জামেয়ায় ভর্তি হন। সেখান থেকে শাহেদ ডিগ্রী অর্জন করে মুবাল্লিগ হন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তার স্ত্রী ছাড়াও দু'কন্যা এবং এক পুত্র সন্তান রয়েছে। তার তিন সন্তানই পড়াশোনা করছে, ছোট ছেলে ওয়াসেফ হামেদ 'মাদ্রাসাতুল হিফ্য'-এ কুরআনের হাফিয হচ্ছে।

মকসুদ আতেফ সাহেব ১৯৯১ সনে জামেয়া থেকে পাশ করার পর পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে তার পদায়ন হয়। এরপর ফরাসী ভাষা শেখার জন্য ইসলামাবাদের নমল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৯৭ সনের মে মাসে তাকে আইভরি কোস্টে মুবাল্লিগ হিসেবে প্রেরণ করা হয়। ২০০২ পর্যন্ত আইভরি কোস্টে কাজ করার তৌফিক পেয়েছেন, এরপর ২০১৬ পর্যন্ত বুরকিনাফাসোঁতে জামা'তের খিদমতের সৌভাগ্য লাভ করেন। এরপর কিডনি বা বৃক্ক রোগে আক্রান্ত হলে তাকে পাকিস্তানে ফিরিয়ে আনা হয়। তার স্ত্রী বলেন, আমি আইভরি কোস্টে যাওয়ার পর তিনি আমাকে অনেক পরিশ্রম করে ফ্রেঞ্চ ভাষা শিখিয়েছেন যেন আমার দৈনন্দিন কার্যকলাপ এবং মানুষের সাথে মেলামেশা সহজ হয় আর লাজনার তরবীয়তের ক্ষেত্রেও যেন তা সহায়ক প্রমাণিত হয়। তার বেশির ভাগ সাথী লিখেছেন, মুখে সব সময় হাসি লেগে থাকত, তার ভেতর কোন কৃত্রিমতা ছিল না। বুদ্ধিমান ছিলেন, রসবোধ ছিল, বড়দের এবং নিজের সঙ্গী-সাথীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এতায়াত ও আনুগত্যের প্রেরণায় তিনি সমৃদ্ধ ছিলেন এবং একজন নিঃস্বার্থ মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তানসন্ততিকে আল্লাহ্ তা'লা ধৈর্য দিন এবং দৃঢ় মনোবল দান করুন, তার পুণ্য ও নেকী ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযাটি হল, তাঞ্জানিয়ার সাবেক আমীর আলী সাঈদী মূসা সাহেবের। তিনি ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখে ৬৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ১৯৫০ সনে তাঞ্জানিয়ার চিটান্ডীতে (Chitandi) তার জন্ম হয়। ১৯৮০ সনে তিনি দারুস সালাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং অর্থনীতিতে বি.এ ডিগ্রী অর্জন করেন। এরপর ১৯৮০ সনে 'এগ্রিকালচারাল ইকোনোমিক্স' বা কৃষি অর্থনীতিতে ডিগ্রী অর্জন করেন। বিভিন্ন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে কুরআনের 'ইয়াও' (Yao) ভাষায় অনুবাদ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কিন্তু সরকারী কাজের ব্যস্ততা ও অন্যান্য কাজের কারণে তিনি এতে অনেক সময় লাগিয়ে দেন। ফলে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে বলেন, এই গতিতে অনুবাদ করলে অন্তত ত্রিশ বছর লেগে যাবে। একই সাথে তিনি গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করেন। যাহোক, হুযূরের এই উক্তিতে আলী সাঈদী সাহেব খুবই আবেগাপ্লুত হন এবং অঙ্গীকার করেন, আমি খুব দ্রুত কুরআনের অনুবাদের কাজ শেষ করব। সে অনুসারে নিজের সব কাজ বাদ দিয়ে কুরআন অনুবাদের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করেন এবং পাঁচ বছরে অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করেন। ২০০৬ সনে তাকে তাঞ্জানিয়া জামা'তের আমীর নিযুক্ত করা হয়। এছাড়া বুরুণ্ডি, মোযাম্বিক এবং মালাভী জামা'তও তার তত্ত্বাবধানে ছিল। তার এমারতের যুগে জামা'ত সেখানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করে এবং বিশাল আয়তনের একটি জমিও জামা'ত ক্রয় করে। তিনি খুবই নিষ্ঠাবান, নিবেদিতপ্রাণ, বিশ্বস্ত ও পুণ্যবান একজন মানুষ ছিলেন, খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। তিনি স্ত্রী ছাড়াও তিন কন্যা এবং তিনজন পুত্র সন্তান স্মৃতিচিহ্নরূপে রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে তার সৎকর্মসমূহ্ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন এবং তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

তৃতীয় জানাযা শ্রদ্ধেয়া নুসরত বেগম সাদেকা সাহেবার। যিনি ইদানীং রাবওয়ায় বসবাস করছিলেন। ১৬ ও ১৭ অক্টোবরের মধ্যবর্তী রাতে তাহের হার্ট ইনস্টিটিউটে তিনি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি জনাব মু'মিন তাহের সাহেবের মাতা ছিলেন, যিনি আমাদের আরবী ডেস্কের ইনচার্জ। তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, একত্ববাদের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা এবং শির্ক ও বিদাতের প্রতি চরম ঘৃণা। খোদা-নির্ভরতা, গরীবের লালন, নিজের পুণ্য গোপন করা এবং পরম বিনয় ও নম্রতা ছিল তার অনন্য বৈশিষ্ট্য। তার দাদা হযরত মিয়াঁ আতাউল্লাহ্ সাহেব সাহাবী ছিলেন। মওলানা বুরহান উদ্দীন সাহেবের অনুপ্রেরণায় তিনি কাদিয়ান গিয়ে বয়আত করেছিলেন। পবিত্র কুরআন পড়ানোর প্রতি তাঁর সুগভীর আগ্রহ ছিল। সঠিকভাবে পড়ার এবং পড়ানোর আগ্রহ ছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) যখন এই আহ্বান করেন যে, নিরক্ষর বয়স্কা মহিলাদেরও কুরআন শেখার চেষ্টা করা উচিত, তখন ৭০ বছর বয়সের অনেক অক্ষর-জ্ঞানহীন মহিলাও তার কাছে এসে কুরআন পড়া শিখেছেন বরং অনেকে অনুবাদও শিখেছেন। অ-আহমদী মহিলা ও মেয়েরাও তার কাছে কুরআন পড়ত। অনেক অল্প বয়স্কা মেয়েরা লাজনার সিলেবাসের বই পড়ে তার কাছে লেখাপড়া শিখেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই পড়ার প্রতি তার গভীর আগ্রহ ছিল, অনেক নযম তার মুখস্থ ছিল এবং কালামে মাহমুদ, দুররে আদন, দুররে সমীন ইত্যাদির অনেক পঙতি তার কণ্ঠস্থ ছিল। তার ছেলে লিখেন, প্রায়ই তিনি 'মাহমুদ কী আমীন' নযমটি গভীর বেদনার সাথে পড়তেন এবং চোখে অশ্রু-বন্যা বয়ে যেত। একইভাবে বিদা'তের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর নিজ গ্রামে অনেক কাজ করেছেন। দুর্বল ঈমানের মহিলারা যারা যাদু-টোনায় অভ্যস্ত ছিল বা যারা যাদু-টোনা করাত তাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ জিহাদ করে তাদেরকে তিনি এই অভ্যাসমুক্ত করেছেন আর প্রকৃত মু'মিন মহিলায় পরিণত হওয়ার প্রতি তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছেন। গভীর বেদনার সাথে বিগলিত চিত্তে নামায পড়তেন এবং রীতিমত কুরআন তিলাওয়াত করতেন। মরহুমা ওসীয়্যত করেছিলেন। মরহুমার ছয়জন পুত্র সন্তানের মধ্যে চারজন জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমি যেমনটি বলেছি, তাদের একজন হলেন মু'মিন সাহেব। অন্যরাও জামাতের সেবা

করছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার সকল সন্তানসন্ততিকে তার পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দিন। (আমীন)

(সূত্রঃ আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৭-২৩ নভেম্বর ২০১৭, খণ্ড:২৪, সংখ্যাঃ ৪৬, পৃ. ৫-৯)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)